AFTER THE CRACK



দ্বিতীয় পর্ব

চৌকাঠ 5

ফাটলের পরে

কিছু কথা আমরা হালকাভাবে ব্যবহার করি।

“আমি যেন নতুন জন্ম পেয়েছি।”

“আমি আবার শুরু করেছি।”

“ওটা ছিল এক নতুন জীবন।”

সাধারণত এগুলো রূপক।

কথার অলংকার।

একটা বদলকে বর্ণনা করার মার্জিত উপায়।

তারপর এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন সেই শব্দগুলো আর প্রতীকী থাকে না।

আর আক্ষরিক হয়ে ওঠে।

দীর্ঘদিন আমি জীবনকে কল্পনা করেছিলাম একটা অবিচ্ছিন্ন রেখা হিসেবে।

ওঠা-নামা নিয়ে।

গতি বাড়া-কমা নিয়ে।

সাফল্য আর সমস্যা নিয়ে।

কিন্তু সবসময় একই রেখা।

সবসময় একই যাত্রা।

তারপর সেই দিন এল, যখন আমি বুঝলাম, দেহ না মরেও একটা জীবন থেমে যেতে পারে।

থেমে যেতে পারে পৃথিবীকে দেখার একটা দৃষ্টি।

একটা পরিচয়।

একটা নিশ্চয়তা।

একটা পরিকল্পনা।

নিজের একটা ছবি।

আর যখন তা ঘটে, ওপারে যে মানুষটা বেরিয়ে আসে, সে কখনও হুবহু সেই মানুষ নয়, যে ভেতরে ঢুকেছিল।

প্রথমে মানুষ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।

যতটা বাঁচানো যায়, বাঁচানোর চেষ্টা করে।

মেরামত করার।

আবার গড়ার।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার।

এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

আমিও তা-ই করেছিলাম।

আমি ধারাবাহিকতা ফিরে পেতে চেয়েছিলাম।

যা ছিঁড়ে গিয়েছিল, তা আবার জুড়তে চেয়েছিলাম।

আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চেয়েছিলাম।

তারপর আমি এমন কিছু বুঝলাম, যা মেনে নেওয়া কঠিন।

আগের সেই অবস্থা আর ছিল না।

আর তার পিছনে ছোটা ছিল বৃথা।

এটা জীবনের সবচেয়ে চড়া দামের শিক্ষাগুলোর একটা।

কারণ এর জন্য দরকার একটা ছোট শোক।

আমরা যা ছিলাম, তার শোক।

যাদের হারাই, সেই মানুষদের কথা আমরা প্রায়ই বলি।

যে পরিচয়গুলো হারাই, তাদের কথা বলি অনেক কম।

অথচ তাদেরও একটা শেষকৃত্য প্রাপ্য।

আসে সেই মুহূর্ত, যখন তুমি আর আগের সেই সন্তান থাকো না।

আগের সেই পেশাদার।

আগের সেই পুরুষ।

আগের সেই নারী।

আসে সেই মুহূর্ত, যখন আমাদের একটা রূপ তার কাজ শেষ করে।

আর অন্য কিছুকে জায়গা দেয়।

যখন আমি সেই পর্বের ভেতর দিয়ে গেলাম, তখনই তা টের পাইনি।

ভেবেছিলাম, এটা একটা সংকট।

একটা সাময়িক বিরতি।

একটা দুর্ঘটনা।

পরে গিয়ে তবেই বুঝলাম, আমি একটা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম।

তফাতটা বিরাট।

সংকট এমন জিনিস, যার শেষ তুমি চাও।

রূপান্তর এমন জিনিস, যা তোমাকে চিরকালের মতো বদলে দেয়।

এমন একটা সময়ের কথা মনে পড়ে, যখন প্রতিটি নিশ্চয়তা যেন শূন্যে ঝুলে ছিল।

পুরনো উত্তরগুলো আর কাজ করত না।

পুরনো হাতিয়ারগুলো যথেষ্ট মনে হত না।

এমনকি কিছু লক্ষ্যও অর্থ হারিয়েছিল।

অনুভূতিটা ছিল অস্বস্তিকর।

যেন চেনা দৃশ্যপটের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করছ, সব রাস্তা দিক বদলে ফেলেছে।

কিছুদিন আমি পুরনো মানচিত্র দিয়ে দিক ঠিক করার চেষ্টা করলাম।

কাজ হল না।

কারণ আমি বদলে গিয়েছিলাম।

মানচিত্রগুলো ভুল ছিল না।

সেগুলো অচল হয়ে গিয়েছিল।

বড় পালাবদলের সময় এটাই ঘটে।

সমস্যাগুলো শুধু বদলে যাওয়া পৃথিবী থেকে আসে না।

সেগুলো আসে এই কারণে যে আমরা তাকে অতীতের চোখ দিয়ে দেখতে থাকি।

তারপর, ধীরে ধীরে, কিছু একটা আবার জায়গামতো বসতে থাকে।

এক দিনে হয় না।

এক সপ্তাহেও হয় না।

হয় শত শত ছোট সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে।

নতুন উপলব্ধির ভেতর দিয়ে।

নতুন অগ্রাধিকার।

নতুন প্রশ্ন।

এক সকালে ঘুম ভেঙে টের পাও, তুমি বাস্তবকে অন্যভাবে দেখছ।

একই জিনিস।

অন্য চোখে।

তখনই আমি পুনর্জন্মের আসল মানে বুঝতে শুরু করলাম।

তা আবার তরুণ হয়ে ওঠায় নেই।

যন্ত্রণা দূর করায় নেই।

ভুল মুছে ফেলায় নেই।

তা আছে যা কিছু ঘটেছে, তার সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি করায়।

ক্ষতগুলোর সঙ্গে।

ভয়গুলোর সঙ্গে।

ক্ষতিগুলোর সঙ্গে।

সুযোগগুলোর সঙ্গে।

স্বয়ং সময়ের সঙ্গে।

দ্বিতীয় জীবন প্রথমটাকে অস্বীকার করে জন্মায় না।

জন্মায় তাকে আত্মস্থ করে।

তুমি যা ছিলে, তার সবটাই থেকে যায়।

কিন্তু তা আর বর্তমানকে চালায় না।

তা হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা।

হয়ে ওঠে স্মৃতি।

হয়ে ওঠে গড়ার উপকরণ।

অনেকে পুনর্জন্মকে কল্পনা করে এক চোখধাঁধানো ঘটনা হিসেবে।

আমি তা অনুভব করেছি অন্যভাবে।

এক ধীর পুনর্গঠন হিসেবে।

একটা একটা করে ইট।

একটা একটা করে ভাবনা।

একটা একটা করে সিদ্ধান্ত।

প্রায়ই নীরবে।

প্রায়ই কোনও দর্শক ছাড়া।

প্রায়ই কী ঘটছে, তা কেউ টের না পেয়েই।

তবু তা ঘটছিল।

সবকিছুর গভীরে।

সময়ের সঙ্গে আমি অন্য মানুষদের দিকে অন্যভাবে তাকাতে শুরু করলাম।

বুঝলাম, প্রায় সবাই একাধিক জীবন যাপন করছে।

সবসময় যে একাধিক জৈবিক অস্তিত্ব, তা নয়।

ভেতরের একাধিক অধ্যায়।

একাধিক পরিচয়।

একাধিক রূপান্তর।

আমরা একটা মুখের দিকে তাকাই আর ধারাবাহিকতা কল্পনা করি।

কিন্তু সেই মুখের পিছনে থাকতে পারে একই মানুষের পাঁচটা, দশটা, কুড়িটা আলাদা রূপ।

সবগুলোই সত্যি।

সবগুলোই টিকে গেছে।

সবগুলোই দরকারি।

হয়তো এই কারণেই বয়সের সঙ্গে সহমর্মিতা আরও জরুরি হয়ে ওঠে।

কারণ আমরা অন্যদের অদৃশ্য লড়াইকে সম্মান করতে শিখি।

আমরা বুঝি, কেউই কেবল তা নয়, যা তাকে দেখে মনে হয়।

প্রত্যেকে ভেতরে বয়ে বেড়ায় ভেঙে পড়া আর আবার গড়ে ওঠার এক গল্প।

হারানো আর পুনর্জন্মের।

প্রতীকী মৃত্যু আর নতুন যাত্রার।

পিছনে তাকিয়ে আমি সেই সময়টাকে মহিমান্বিত করি না।

আবার তা যাপন করতে চাই না।

সময়টা কঠিন ছিল।

এলোমেলো।

কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক।

কিন্তু আমি তার মূল্য স্বীকার করি।

কারণ সেই রূপান্তর থেকে জন্ম নিল এমন একজন, যে আগে ছিল না।

আরও সচেতন একজন।

আরও মনোযোগী।

আরও মানবিক।

হয়তো কম নিশ্চিত।

কিন্তু অনেক বেশি খাঁটি।

আর এই অংশটাই আসল।

পথের শেষে, যখন পেরিয়ে আসা পথের দিকে তাকাই, আমি শুধু একটা জীবন দেখি না।

আমি অন্তত দুটো দেখি।

প্রথমটা প্রত্যাশার ওপর গড়া।

দ্বিতীয়টা উপলব্ধির ওপর গড়া।

প্রথমটার কেন্দ্রে ছিল 'করা'।

দ্বিতীয়টা 'হওয়া'র দিকে বেশি মনোযোগী।

প্রথমটা নিশ্চিত ছিল, সে জানে।

দ্বিতীয়টা শুনতে প্রস্তুত।

এই কারণেই দ্বিতীয় জীবনের কথা বলায় কোনও অতিরঞ্জন নেই।

এ কোনও কাব্যিক কথা নয়।

এ কোনও রূপক নয়।

এ এক বাস্তব সত্য।

কারণ এমন কিছু মুহূর্ত আছে, যখন আমরা শুধু দিক বদলাই না।

আমরা অস্তিত্ব বদলাই।

আর যখন সত্যিই তা ঘটে, দ্বিতীয় জীবন কোনও রূপক নয়।

তা হল সেটাই, যা থেকে যায়, যখন প্রথমটা যা কিছু শেখাতে পারত, সব শিখিয়ে দিয়েছে।